আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান

10/5/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমুতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে তিন তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি দ্বায়িত্ব যে, **তিনি** তার সেই দিন ও সেই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস নং-৯২৮)**

আপনে খাতাওয়ারোঁ কো আপনে হি দামন মে লো, কোন করে ইয়ে ভালা, তুম পে করোড়োঁ দরূদ।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তায়ালার নামের আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ধর্ম, দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের, পবিত্র স্থানসমূহের এবং বরকতময় বস্তুর সম্মান করি এবং বেআদবী ও বেআদবদের সহচর্য থেকে নিজেকে দূরে রাখি। একটি যুগ ছিলো, যখন মুসলমানরা একে অপরের সম্মান ও মহত্বের রক্ষনাবেক্ষন, সৎচরিত্রের প্রতিবিম্ব, বাআদব ও লজ্জাশীল এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের চলমান স্মরনীয় বরনীয় হতো। সন্তান তার পিতার এবং ছাত্র ও মুরীদ তাদের শিক্ষক ও পীরের সাথে চোখে চোখ রাখা তো দূরের বিষয় তাঁদের সামনে আসতেও দ্বিধা করতো, তাঁদের সাথে কথা বলার সময় দৃষ্টিকে নত রাখতেন, আওয়াজকে চেঁপে রাখতেন এবং তাঁদের আদেশ শিরোধার্য মনে করতেন। সামনে তো নয়ই অনুপস্থিতিতেও তাঁদের আদবকে কল্পনায় রাখতেন। বড়দের নাম ধরে নয় বরং উপাধী এবং সম্মানিত শব্দ দ্বারা ডাকতেন, মোটকথা সকলেই মর্যাদার প্রতি

শ্রদ্ধাশীল (Respect) এবং ছোট বড়দের মাঝে পার্থক্য করতেন আর শুধু তাই নয় বরং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এভাবে মসজিদ, মাযার, কোরআনে করীম, কিতাবাদি, লেখা এবং **আল্লাহ** ওয়ালাদের সাথে সম্পর্কীত বস্তু ইত্যাদিরও অনেক আদব রক্ষা করা হতো। কিন্তু আফসোস! আজকাল আমাদের অধিকাংশই এই সৎচরিত্র ও আদব করা থেকে বঞ্চিত রয়েছি, এই কারণেই যে, অসৎচরিত্র এবং বেআদবী সমাজে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, শুধু পিতামাতা, শিক্ষক এবং পীর নয় বরং এর চেয়েও বেশী সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের আদব ও সম্মানও কমে যাচ্ছে। সম্ভবত এই বেআদবী এবং অশ্রদ্ধার কারণেই আমরা দিন দিন পারিবারিক আনন্দ (Happines), উন্নতি এবং পরকালীন উপকারীতা ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি। বর্ণিত আছে যে, مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ اِلَّا بِالْحُرْمَةِ وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ اِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ وَالتَّعْظِيْمِ **যে যা কিছুই পেয়েছে, আদব ও সম্মানের কারণেই পেয়েছে এবং যে যা কিছু হারিয়েছে আদব ও সম্মান না করার কারণেই হারিয়েছে।** (তালীমুল মুতআল্লিম তরীকিত তালীম, ৪২ পৃষ্ঠা) সম্ভবত এই কারণেই এই কথাটি প্রসিদ্ধ যে, **"বা-আদব বা-নসীব বে-আদব বে-নসীব"** আসুন! আজ আদবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং এর বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

পবিত্র নামের আদব করাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হলো

সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একদা গণ-শৌচাগারে মেথরের নিকট পরিস্কারের কাজে ব্যবহৃত ময়লাযুক্ত বড় আকারের কোণা ভাঙ্গা একটি মাটির পাত্র দেখে অস্থির হয়ে গেলেন, কেননা সে পাত্রে اللهٗ শব্দ খুদিত ছিল! তিনি লাফ দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে নিলেন এবং খাদিম থেকে জল পাত্র (অর্থাৎ ঢাকনা বিশিষ্ট হাতা লাগানো বদনা) নিয়ে নিজের হাত মোবারক দ্বারা খুব ভালভাবে ধুয়ে সেটা পাক করলেন, অতঃপর একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে আদবের সহিত উঁচু স্থানে রেখে দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই পাত্রে পানি পান করতেন। একদিন **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ইলহাম প্রেরণ করলেন (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে এই বিষয়টি তাঁর অন্তরে প্রেরণ করা হযেছে): "যেভাবে তুমি আমার নামের সম্মান করেছ, আমিও দুনিয়া ও আখিরাতে

তোমার নামকে উচ্চ করছি।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতেন: "**আল্লাহ তাআলার** পবিত্র নামের আদব করার কারণে আমার সেই মর্যাদা লাভ হল, যা শত বছর ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারাও অর্জিত হতো না।" **(হযরাতুল কুদস, মুকাশাফা ৩৫, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা ১০৬)**

আদব ওস্তাদে দ্বীন কা মুঝে আক্বা আতা কর দো, দিল ও জান সে করোঁ উন কি ইতাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** নামের আদব করার বরকতে কিরূপ মহান মর্যাদা অর্জিত হলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন যে, "**আমার সেই মর্যাদা অর্জিত হয়েছে যা শত বছর ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারাও অর্জিত হতো না।**" আমাদেরও উচিৎ যে, সকল প্রকার লেখনীর আদব করা এবং বিশেষকরে যদি কোথাও **আল্লাহ তায়ালার** নাম মুবারক বা যেকোন সম্মানিত ব্যক্তি বা বস্তুর নাম মাটিতে বা কোন অশোভনীয় স্থানে পতিত অবস্থায় দেখি তবে তা উঠিয়ে পরিস্কার করা এবং খুবই আদব সহকারে কোন উঁচু স্থানে রেখে দেয়া বরং সম্ভব হলে নিজের বাড়িতে, অফিসে, মসজিদে, মাদরাসায় এবং গলি মহল্লায় এমন কোন স্থান নির্দিষ্ট করা যেখানে সম্মানিত কাগজের টুকরো এবং লেখনী জরাজীর্ণ (Worn out) হয়ে যাওয়াবস্থায় জমা করা যায় এবং সময়ে সময়ে তা দাফন করা বা সাগরে ঠান্ডা করার সঠিক ব্যবস্থাও করে দেয়া।

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত যে, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলতপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি মাটি থেকে এমন কাগজ কুঁড়িয়ে নিলো, যাতে **আল্লাহ তায়ালার** নামসমূহের মধ্য থেকে যেকোন নাম রয়েছে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার (কাগজ কুঁড়ানো ব্যক্তি) নাম (রূহসমূহের সর্বোচ্চ স্থান) **ইল্লিইনে** উচ্চতর করেবেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিওয়া, বাবুল লুকতা, ৪/৩০০, হাদীস নং-৬৮৪৬)** সুতরাং প্রত্যেক সম্মানিত লেখনী, কাগজ এবং সংবাদপত্রের আদব করুন এবং এর বে-আদবী করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজকাল সংবাদপত্র এবং

অন্যান্য লেখনী সম্বলিত কাগজের পাশাপাশি সম্মানিত বাক্য সম্বলিত কাগজও যেখানে সেখানে রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। আর এই শ্বাসরুদ্ধকর গল্প এখানেই শেষ নয়; বরং এসব সংবাদপত্র ও বিভিন্ন কাগজগুলো বে-আদবীর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে যেমন; ঘরের ময়লা ফেলার ঝুড়ি, অলিতে-গলিতে পদদলিত হওয়া, ময়লা ও বিভিন্ন নোংরা আবর্জনায়, নোংরা নালা নর্দমায় বা ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অথচ সম্মানিত লেখনীর পাশাপাশি সকল হরফেরও আদব ও সম্মান করা উচিত।

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "বিছানা কিংবা জায়নামাযে কিছু লেখা থাকলে, তা ব্যবহার করা নাজায়িয, সেই লেখা এর বুননে হোক বা ছাপ দেয়া হোক কিংবা কালি দ্বারাই লেখা হোক, যদিওবা হরফে মুফরিদাত (অর্থাৎ আলাদা আলাদা অক্ষর) লেখা হোক না কেন, কেননা হরফে মুফরিদাতেরও সম্মান রয়েছে। অধিকাংশ দস্তরখানাতেই (Dining mats) কিছু না কিছু লেখা থাকেই, এমন দস্তরখানা ব্যবহার করা এবং তাতে আহার করা অনুচিত। অনেকের বালিশেও (Pillows) বিভিন্ন ছন্দ লেখা থাকে, সেগুলোও ব্যবহার করবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)**

লেখনীর আদব সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাতের বেদনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লেখনীর আদব করার মানসিকতা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: এরূপ পাপোষও (DOOR MAT) দরজার বাইরে রাখবেন না, যাতে আরবী বর্ণমালায় কিছু লেখা থাকে। অনুরূপভাবে জুতো বা চপ্পলে কোম্পানীর নাম ইত্যাদির নাম লেখা থাকলে তা ব্যবহার করার পূর্বে মুছে ফেলুন। এভাবে জায়নামায, প্লাষ্টিকের মাদুর, লেপ ও তোয়ালে ইত্যাদিতেও আরবি বর্ণমালায় কোম্পানীর নামের ট্যাগ লাগানো থাকে তবে সেই ট্যাগও খুলে ঠান্ডা করে দিন। চাদর, কার্পেট, ডেকোরেশনের চট, বালিশ বা তোষক মোটকথা যেসব কিছুতে বসার বা পা রাখার প্রয়োজন হয়, তাতে কিছু লিখবেন না, ছাপানো কোন লিখিত ট্যাগও সেলাই করে দেবেন না। (মাদানী

মুযাকারা, ২য় পর্ব, সম্মানিত লেখনীর আদব সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ৪র্থ পৃষ্ঠা) সুতরাং যদি আপনারাও কোথাও কিছু লেখা পান, তবে এর আদব রক্ষা করে এর উপর বসবেন না, পাও রাখবেন না এবং বে-আদবীর সম্ভবনা থাকলে সেই সব বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন, অথবা যেকোন উপায়ে এই লেখা বিশিষ্ট টুকরোটি কেটে আলাদা করে কোন সম্মানিত স্থানে রেখে দিন। যদিওবা এসব কথা শুনা অনেক সহজ এবং এর উপর আমল করা অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু যদি আমরা লেখনী এবং সম্মানিত কাগজের টুকরোর আদব সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অবস্থা সম্পর্খে শুনি তবে আমাদেরও আমল করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে এবং এই আদবের অসংখ্য বরকতও নসীব হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

আল্লাহ্ তায়ালার নামের আদব করাতে গুনাহগার ওলী হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাওবা করার পূর্বে অনেক বড় মদ্যপায়ী ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার মদের নেশায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক টুকরো কাগজের উপর তার দৃষ্টি পড়লো, যাতে লিখা ছিলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্মান পূর্বক কাগজটি উঠিয়ে নিলেন এবং আতর কিনে সেটাকে সুগন্ধময় করে একটি উচুঁ জায়গায় আদব সহকারে রেখে দিলেন। ঐ রাতে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে শুনলেন কেউ যেন তাকে বলছেন: "যাও বিশরকে বলে দাও, তুমি আমার নামকে সুবাসিত (Fragrant) করেছো, সেটাকে সম্মান করেছে এবং তা উচুঁ স্থানে রেখেছো। আমিও তোমাকে পবিত্র করে দিবো।" ঐ বুযুর্গ মনে করলেন যে, বিশর তো মদ্যপায়ী, হয়ত স্বপ্নে আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং তিনি ওযু করে নফল নামায পড়লেন এবং পূনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও একই স্বপ্ন দেখলেন, আর এটাও শুনলেন, আমার এই বার্তা বিশর এর প্রতি। যাও! তাঁকে আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দাও! সুতরাং ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত বিশর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে খুঁজতে বের হলেন, তিনি জানতে পারলেন সে মদের আড্ডায় রয়েে, তখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন এবং বিশরকে ডাক দিলেন। লোকেরা বললো যে, সে তো নেশায় বিভোর , তিনি বললেন: তাকে গিয়ে যেকোন ভাবে বলো যে, এক ব্যক্তি আপনার নিকট কোন এক বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং

তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ ভিতরে গিয়ে তাঁকে খবর দিলে হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো তিনি কার বার্তা (Message) নিয়ে এসেছেন? জিজ্ঞাসা করাতে ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ তায়ালা**র বার্তা নিয়ে এসেছি। যখন তাঁকে এ কথা বলা হলো তখন তিনি আন্দোলিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ খালি পায়ে বাইরে চলে আসলেন। **আল্লাহ তায়ালা**র বার্তা শুনে সত্যিকার অন্তরে তাওবা করলেন এবং এরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের সাধনার আধিক্যের কারণে খালি পায়ে (Barefoot) থাকতে লাগলেন। এজন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাফী (অর্থাৎ খালি পা সম্পন্ন) উপাধীতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। **(তাযকিরাতুল আওলিয়া, ১ম অংশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, **আল্লাহ তায়ালা**র নাম লিখিত কাগজের আদব ও সম্মান করার কারণে **রব তায়ালা** কিরূপ নেয়ামত দান করলেন যে, কঠিন গুনাহগার এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে নিজের ওলী বানিয়ে নিলেন আর তাঁকে দুনিয়ায় সেই মর্যাদা দান করলেন যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন পশুরাও তাঁর আদবের কারণে রাস্তায় মলত্যাগ করতো না, যেমনটি বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সর্বদা খালি পায়ে থাকতেন এবং যতদিন বাগদাদ শরীফে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জীবিত ছিলেন ততদিন কোন চতুস্পদ জন্তু রাস্তায়থ মলত্যাগ করেনি আর তা শুধুমাত্র সেই সম্মান ও আদবের কারণেই যে, হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখানে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন, একদিন একটি চতুস্পদ জন্তু রাস্তায় মলত্যাগ করলো, তখন এর মালিক এ বিষয়টি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন যে, হয়তো আজ হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে, নতুবা এই জন্তুটি কখনো রাস্তায় মলত্যাগ করতো না, সত্যিই কিছুক্ষণ পর তিনি শুনলেন যে, হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। **(ফযায়িলে দোয়, ২৫৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর আদব ও সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার পর সকল সৃষ্টির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উত্তম ও উচ্চ মর্যাদাময়, তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং আদব ও সম্মান করা আবশ্যক আর তাঁদের শানে সমান্যতম অপমান অর্থাৎ ঔদ্ধত্য ও বে-আদবী কুফর। যেমনটি সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোন নবীর সামান্যতম অপমান বা অগ্রাহ্যও কুফর। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/৪৭) আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام শানে বে-আদবী করা অপমান ও অপদস্ততা এবং সকল নেক আমল নষ্ট হওয়ার কারণ, যেমনটি শয়তান যখন **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বে-আদবী করলো তখন অভিশপ্ত হয়ে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবার থেকে বিতারিত হলো, অথচ এর পূর্বে সে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্য ছিলো না বরং হাজারো বছর **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতে লিপ্ত ছিলো, সে জ্বিন হওয়ার পরও নিজের ইবাদত ও রিয়াযত এবং জ্ঞানের কারণে মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের শিক্ষক ছিলো এবং এমনই নৈকট্যশীল ছিলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে ফিরিশতাদের সাথে উপস্থিত হতো। কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশের অবাধ্যতা এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নবীর বে-আদবীর কারণে তার অনেক বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে গেলো এবং অপমান ও অপদস্ততা তার নিয়তীতে পরিনত হলো, সর্বদার জন্য অভিশপ্তের শেখল গলায় লেগে গেলো আর সে জাহান্নামের অনন্তকাল শাস্তির অধিকারী হয়ে গেলো। সুতরাং আমাদেরও শয়তানের এই শিক্ষণীয় পরিনতিতে ভয় করে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দের শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারীদের সহচর্য গ্রহন করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام স্বত্তাকে অবশ্যই সম্মানিত মনে করা উচিৎ, তাছাড়া এটাও জানা গেলো যে, আম্বিয়াদের শানে ঔদ্ধত্য ও বে-আদবী শয়তানের পদ্ধতি, প্রত্যেকের এ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

❁ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কীত বস্তুকে তাবাররুক মনে করা সম্মানের নিদর্শন।

- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নামানুসারে নিজেদের সন্তানের নাম রাখাও ভালবাসা ও সম্মানের নিদর্শন।
- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কল্যাণময় আলোচনা দ্বারা নিজেদের মজলিশকে বরকতময় বানানোও সম্মানের নিদর্শন।

আর তাঁদের শানে অশালীন বাক্য ব্যবহার করা, যেকোন ভাবে তাঁদের স্বত্তা, নাম আ তাঁদের সাথে সম্পর্কীত তাবাররূকের অবজ্ঞা করা, তাঁদের মুজিযায় সন্দেহ করা জঘন্য বে-আদবী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান ও অপদস্ততার কারণ।

কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** কয়েকটি স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আদব করার আদেশ ইরশাদ করেছেন এবং এই আজ্ঞা পালনকারীর গুনাহ ক্ষমা এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকারের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। যেমনটি ৬ষ্ট পারার সূরা মায়েদা এর ১২ নং আয়াতে ইরশাত হচ্ছে:

وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ (পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রাসূল গণের উপর ঈমান আনো, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে বেহেশত সমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ভালবাসা ও ভক্তি এবং তাঁদের আদব ও সম্মান যেমনিভাবে ঈমানদারদের ঈমানে নিদর্শন এবং তাদের গুনাহের ক্ষমার মাধ্যম, তেমনিভাবে অনেক বে-দ্বীনের ঈমানের সম্পদ অর্জনেরও মাধ্যম। যেমনটি

আদবের বরকতে ঈমান নসীব হলো

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যখন **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে ফেরআউনকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন ফেরআউন তাঁর মুজিযাসমূহ দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নিজের সাম্রাজ্যের (State) যাদুকরদের একত্র করলো। যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় হলো তখন এই যাদুকরের দল (Magicians) হযরত সায়্যিদুনা

মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বললো: হে মূসা! হয়তো আপনি আপনার আছা (লাঠি) ফেলুন নয়তো আমরা আমাদের লাঠি এবং রশি নিক্ষেপ করি, তাদের এই বলাটা হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আদবেই ছিলো যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজেদের কাজে লিপ্ত হলো না। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: তোমরা প্রথমে নিক্ষেপ করো। যখন তারা নিজেদের জিনিষ নিক্ষেপ করলো, যেখানে বড় বড় রশি এবং কাঠের টুকরো ছিলো, তখন তা অজগরে রূপ নিতে লাগলো এবং ময়দান তাতে ভরে গেলো মনে হতে লাগলো, অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে যখন হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের আছা (Staff) নিক্ষেপ করলো তখন তা এক মহান অজগরে পরিনত হয়ে গেলো এবং যাদুকরদের যাদুকে একেএকে গিলে খেয়ে নিলো অতঃপর যখন মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তা হাত মুবারকে নিলেন তখন তা পূর্বের ন্যায় আছা (লাঠি) হয়ে গেলো। সুতরাং এই মুজিযা দেখে এই যাদুকরদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার হলো যে, তারা অজান্তেই "اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" অর্থাৎ আমরা সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম" বলে সিজদায় পড়ে গেলো। যাদুকররা হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আদব করার কারণেই তাঁকে অগ্রগামী করলেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজেদের কাজে লিপ্ত হলো না, এই আদবের কারণেই তাদের এটা অর্জিত হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের ঈমানের হিদায়তের সম্পদ দ্বারা ধন্য করে দিলেন। (সীরাতুল জিনান, ৩/৪০৩-৪০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আদব করার বরকতে বে-দ্বীন যাদুকরদের ঈমানের সম্পদ নসীব হয়ে গেলো। একটু ভাবুন! যে ব্যক্তি **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র কিরূপ দয়া ও অনুগ্রহ হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে পাকের আদব ও সম্মান এবং এর কারণে **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহ ও বদান্যতা সম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ**" ৪র্থ খন্ডের ৬১

পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়িদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: "বণী ইসরাঈলে (মাসতাহ নামক) একজন ব্যক্তি ছিলো, যে দু'শ (২০০) বছর পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতা করতে থাকলো। যখন সে মৃত্যুবরণ করলো তখন লোকরা তাকে পায়ে ধরে টেনে নিয়ে ময়লার স্তুপে ফেলে দিলো, **আল্লাহ তায়ালা** হযরত মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহি (Revelation) প্রেরণ করলেন যে, ঐ ব্যক্তির নামাযে জানাজা আদায় করুন, তিনি عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام আরয করলেন: "হে **আল্লাহ**! বণী ইসরাঈলেরা বলছে যে, সে দু'শ (২০০) বছর পর্যন্ত আপনার অবাধ্যতা করে কাটিয়েছে, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: "সে এরূপ ছিলো, কিন্তু যখনি সে তাওরাত খুলতো এবং **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাম দেখতো তখন একে চুমু খেয়ে চোখে লাগাতো এবং **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতো, ব্যস আমি তার এই আমল কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং ৭০জন হুরের সাথে তার বিবাহ দিয়েছি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওহাব বিন মুনাববাহ, ৪/৪৫, হাদীস নং ৪৬৯৫)

লব পর আ'জাতা হে জব নাসে জনাব, মুহ মে গুল জা'তা হে শেহদে নায়াব।
ওয়াজদ মে হো কে হাম এ্যয় জান, বেয়তাব আপনে লব চুম লিয়া করতে হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, বনী ইসরাঈলের এক গুনাহগার ব্যক্তির শুধুমাত্র এই জন্যই ক্ষমা ও মাগফিরাত হয়ে গেলো যে, যখনই সে তাওরাত শরীফে নামে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দেখতো তখন চোখের সাথে লাগাতো, চুমু খেতো এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতো। আর যদি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কেউ আপন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুধু নাম নয় বরং **তাঁর** পবিত্র স্বত্তা এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত প্রতিটি বস্তুরই সম্মানকে আবশ্যক মনে করে তবে তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত কিরূপ বর্ষিত হবে। অতঃপর তাতো মহান দরবার যার আদব ও সম্মানের আদেশ **আল্লাহ তায়ালা** স্বয়ং প্রদান করেছেন, **আল্লাহ তায়ালা**র ইরশাদ হচ্ছে:

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

(পারা ৯, সূরা আল আরাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।

এমনিভাবে অপর এক স্থানে **আল্লাহ তায়ালা** মুসলমানদেরকে **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে এই উচ্চ মর্যাদাময় দরবারে সাধারণ পদ্ধতি (Common Conduct) অবলম্বন করার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। যেমনটি ১৮ পারার সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (এই আয়াতের) একটি অর্থ মুফাসসীরিনরা এটাও বর্ণনা করেন যে, (যখন কেউ) **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকে তখন আদব ও সম্মানের পাশাপাশি **তাঁকে** সম্মানিত উপাধী দ্বারা নম্র আওয়াজে বিনয়ের সুরে " يَا نَبِيَّ اللهِ! يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَا حَبِيْبَ اللهِ! " বলে ডাকো। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৮, সূরা আন নূর, ৬৩ নং আয়াতের পাদটিকা) ইমামুল মুফাসসীরীন, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রথমে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে يَا مُحَمَّد، يَا اَبَا الْقَاسِم বলে ডাকতেন কিন্তু যখন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব প্রকাশ করার জন্য সাধারণ পদ্ধতিতে **তাঁকে** ডাকতে নিষেধ করে দিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণ يَا نَبِيَّ اللهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ বলে ডাকতেন।

(দালায়িলুন নবুয়াত লি আবী নাঈম, ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া রাসূলাল্লাহ কে না'রে সে হাম কো পেয়ার হে, জিস নে ইয়ে না'রা লাগায়া উস কা বেড়া পাড় হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, **আল্লাহ তায়ালার** এই বিষয়টিও অপছন্দনীয় যে, **আমার হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকবে। ফতোয়ায়ে রযবীয়ায় রয়েছে: ওলামাগণ ব্যাখ্যা করেন যে, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকা হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৫৭) মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব শুধুমাত্র **তাঁর** প্রকাশ্য জীবন পর্যন্তই নির্দিষ্ট ছিলো না বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর **তাঁর** শান ও মহত্ব স্বীকার করা, **তাঁর** পবিত্র স্বত্তাকে অবশ্যই সম্মানিত জানা আবশ্যক। যেমনটি হযরত আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবন এবং প্রকাশ্য ওফাতের পর মোটকথা সর্বাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান উম্মতের উপর আবশ্যক, কেননা অন্তরে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

খাক হো কর ইশক মে আরাম সে সু'না মিলা, জান কি একসির হে উলফত রাসূলাল্লাহ কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওলামায়ে কিরামের আদব ও সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ছাড়াও ওলামায়ে কিরামও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আদব ও সম্মানের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। মনে রাখবেন! ওলামারা আম্বিয়াদের উত্তরাধিকারী, কেননা এই ব্যক্তিত্বরা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ অর্থাৎ ইলমে দ্বীন অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে মানুষদের পথনির্দেশনা দিয়ে থাকে। হাদীসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় জমিনে ওলামাদের উদাহরণ সেই নক্ষত্রের ন্যায়, যার দ্বারা সমগ্র জগতে অন্ধকারে পথনির্দেশনা অর্জন করা হয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৪/৩১৪, হাদীস নং-১২৬০০) কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল সম্ভবত কোন চিন্তা প্রসূত উদ্দেশ্যের (Pre-planning) অধীনে উম্মতে **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওলামায়ে কিরামদের থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তাঁদের মান ও মর্যাদাকে মুসলমানদের মন ও মনন থেকে

বের করে দেয়া হচ্ছে, তাঁদের শানে আবোল তাবোল বলা হচ্ছে, তাঁরেদ প্রতি অপত্তি এবং অপমান ও সমালোচনা করতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ওলামাদের অপমান ও উপহাস পর্যন্ত করা হচ্ছে, যা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। এমনিতেই যারা ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রতি ঔদ্ধত্য আচরণ করবে তারা তাঁদের সহচর্য ও ফয়য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং যখন এই দু'টি বিষয় নসীব হবে না তখন সঠিক শরীয়তের পথ নির্দেশনা পাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে, সুতরাং আমলহীনতা করতে করতে এরূপ ব্যক্তিরা কুফর পর্যন্তও পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

চিন্তার বিষয়!

একটু ভাবুন! একাকিত্বে বসে চিন্তা করুন!! যেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা আমাদেরকে কোরআন ও হাদীসের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝাবে....., নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের পদ্ধতী শেখাবে....., ঐ সকল ইবাদতে ভূল হয়ে যাওয়াতে এর সমাধান দেবে....., মাতাপিতার আদব ও সম্মান তাছাড়া আত্মীয় স্বজন এবং সাধারণ মুসলমানের অধিকার জানাবে....., আমাদের কারো মৃত্যু হলে তবে কাফন ও দাফনের মাসআলা আমাদের জানাবে এবং মৃতের রেখে যাওয়া ওয়ারিশদের সম্পদকে শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করাতে পথ নির্দেশনা দেবে....., স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তাদের মাঝে মিমাংসা করাবে....., আমাদের ব্যবসায়িক বিভ্রান্তি দূর করবে এবং এছাড়াও দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য পর্যায়ে আমাদের কল্যাণ কামনা করে আমাদের দুনিয়াবী অপদস্ততা এবং আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্পর্কে জানাবে, আমাদের জানাযা পড়াবে, আমরা কি আমাদের এই উপকারী বন্ধুর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং তাঁদের আদব করার পরিবর্তে তাঁদেরকে অপমান ও সমালোচনার পাত্র বানিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করবো? কখনোই নয় বরং আমাদেরকে এই উপকারী বন্ধুর কৃতজ্ঞা, শরীয়তের মাসআলায় তাঁদের আনুগত্য করার পাশাপাশি তাঁদের আদব ও সম্মানও করা উচিত।

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওলামাদের অতিশয় সম্মান করতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা

ওমর বিন কায়েস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট যখন কোন আলিমে দ্বীন তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দু'যানু হয়ে বসে যেতেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৫/১৩১)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! ওলামা হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ওয়ারিশ (Sucessor) এবং তাঁদের জ্ঞান আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জ্ঞান থেকে অর্জিত, তাই যেমনিভাবে বা-আমল ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام, নবী রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমল ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী তেমনিভাবে ওলামাদের উপহাসকারী, উপহাস করার ক্ষেত্রে আবু জাহেল, ওকবা বিন আবী মা'ইয়াত এবং তাদের মতো অন্যান্য কাফেরদের উত্তরাধিকারী। (রূহুল বয়ান, আল কাহাফ, ১০৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৩০৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ওলামায়ে কিরামের আদব সম্পর্কে তাঁর মুরীদ ও ভক্তদের অনেক মাদানী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, তিনি ওলামার মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে এবং তাঁদের সম্মানের প্রতি মানসিকতা দিতে গিয়ে বলেন: ইসলামে হক্কানী আলিমদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং তাঁরা ইলমে দ্বীনের কারণে জন সাধারণ থেকে উত্তম হয়ে থাকে, আলিম নয় এমনদের চেয়ে আলিমের ইবাদতের সাওয়াবও বেশী অর্জিত হয়, সুতরাং হযরত মুহাম্মদ বিন আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: আলিমের দু'রাকাত, আলিম নয় এমনদের ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইলম, কিসমুল আকওয়াল, ১ম অধ্যায়, ১০/৮৭, হাদীস নং-২৮৭৮২) তাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সবাই বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে কখনো দ্বন্ধ না করে, তাঁদের আদব ও সম্মান করাতে অলসতা না করে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সমালোচনা করা থেকে সর্বাবস্থায় দূরে থাকে। শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে তাঁদের আচার আচরণ এবং আমলের প্রতি আপত্তি করে গীবতের ন্যায় কবীরাহ গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ না করে।

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাফস কবীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে কোন আলিমের গীবত করলো, তবে কিয়ামতের দিন তার চেহারায় লেখা হবে **"এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রহমত হতে নিরাশ (Disappointed)।"** (মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল ইশরুনা ফি বয়ানিল গীবতু ওয়ান নামিমাতু, ৭১ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

থেকে বর্ণিত: আলিম জমিনে **আল্লাহ তায়ালার** দলীল ও নিদর্শন, তবে যে আলিমের দোষ বের করে সে ধ্বংস হয়ে গেলো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইলম, কিসমুল আকওয়াল, ১ম অধ্যায়, ১০/৭৭, হাদীস নং-২৮৬৬৯)

ওলামার বে-আদবীর উদাহরণ

আজকাল অনেকে কথায় কথায় ওলামায়ে কিরাম সম্পর্কে অপমান জনক বাক্য বলে দেয়, যেমন বলে থাকে: ভাই একটু বেঁচে থাকবেন "আল্লামা সাহেব"। ওলামারা লোভী হয়ে থাকে, আমাদের প্রতি হিংসা করে। আমাদের কারণে এখন এদের কোন দাম নেই, ছাড়ো ছাড়ো এ তো মৌলভী। (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ আলিমদের অনেকে তুচ্ছ করে বলে) এরা মুল্লা লোক।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ওলামায়ে কিরামের আদব ও সম্মান করা নসীব করুন এবং তাঁদের বে-আদবীর আপদ থেকে বাঁচান। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে করীমের আদব ও সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার কোরআনে করীমের আদব ও সম্মান সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যদিওবা এই অধঃপতনের যুগেও মুসলমানের অন্তরে কোরআনে করীমের প্রতি অনেক বেশী আদব ও সম্মান এখনো বিদ্যমান, কিন্তু মনে রাখবেন যে, অন্তরেই কোরআনে করীমের আদব থাকাটা যথেষ্ট নয় বরং এর পাশাপাশি প্রকাশ্যভাবে আদব করাও আবশ্যক। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের (Distance) কারণে মানুষের একটি বিরাট অংশ সেই প্রকাশ্য আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাতে শুধু বঞ্চিত নয় বরং অজ্ঞও। অথচ একজন মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উচিৎ যে, কোরআনে করীমের আদব শেখা এবং এর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখা যে, যেন এই মহান কিতাবের সামান্যতমও বে-আদবী হয়ে না যায়, মনে রাখবেন! বা-আদব লোক দুনিয়া ও আখিরাতে সফলই সফল, কে জানে আদবের কারণেই আমাদের বিপন্ন পরিনতি সুধরে যায়। যেমনটি

কোরআনে করীমের আদবের বরকত

দালাইলুল আরেফিনে রয়েছে: এক ফাসিক (গুনাহগার) যুবক ছিলো, যার গুনাহের কারণে মুসলমানরা তাকে ঘৃণা করতো এবং তাকে অনেক নিষেধ করতো কিন্তু সে কারো কথা শুনতো না। অবশেষে যখন সে মারা গেলো তখন তাকে কেই স্বপ্নে দেখলো যে, মাথায় মুকুট (Crown) পড়ে ফিরিশতাদের সাথে জান্নাতে যাচ্ছিলো, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তুমি তো গুনাহগার ছিলো, এই সৌভাগ্য কিভাবে অর্জিত হলো? উত্তর দিলো: দুনিয়ায় আমি একটি নেকী করেছিলাম, আর তা হলো যে, যখই কোরআনে পাকে আমার দৃষ্টি পরতো, দাঁড়িয়ে সম্মানের দৃষ্টিতে তা দেখতাম। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের এর কারণেই ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এই মর্যাদা দান করেছেন। (দালয়িলুল আরেফিন আয হাশত বেহেশত, মজলিশ ৫, ৯২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে কোরআনে করীমের মহত্ব সৃষ্টি করুন এবং অধিকহারে এর আদব ও সম্মান করতে থাকুন, হতে পারে যে, এই আমলটিই **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কবুল হয়ে যাবে এবং আমাদের ক্ষমার উপলক্ষ্য হয়ে যায়। আসুন! এবার কোরআনে করীম এবং তিলাওয়াতে কোরআনে করীমের কিছু আদব শ্রবণ করি: ❀ কোরআনে করীমের সবচেয়ে বড় আদব যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, আর তা হলো, পরিছন্নতা ও পবিত্রতা ছাড়া (Without cleanliness & purity) তা কখনোই স্পর্শ না করা। ❀ যদি ওযু না থাকে তবে কোরআনে আযীম স্পর্শ করার জন্য ওযু করা ফরয। (নূরুল ইযাহ, কিতাবুত তাহারাত, ফসলু ফি আওসাফুল ওযু, ৫৯ পৃষ্ঠা) ❀ ওযু বিহীন (Without ablution) (ব্যক্তি) কোরআনে মজীদ বা এর কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। স্পর্শ না করে মুখস্ত বা দেখে দেখে পাঠ করলে কোন সমস্যা নাই। ❀ যার গোসল করার প্রয়োজন (অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) তার মসজিদে যাওয়া, তাওয়াফ করা, কোরআনে মজীদ স্পর্শ করা যদিও তা এর সাধারণ ব্যাখ্যা বা প্রচ্ছদ বা তা স্পর্শ করে বা স্পর্শ না করে দেখে দেখে বা মুখস্ত পাঠ করা বা কোন আয়াত লেখা বা আয়াতের তাবীয লেখা বা এমন তাবীয স্পর্শ করা বা এমন আংটি স্পর্শ করা বা পরা যাতে মুকাত্তাআত (সেই হরফ যার প্রকাশ্য অর্থ জানা নেই যেমন حٰمٓ، يٰسٓ، الٓمٓ ইত্যাদি) লেখা থাকে, তা হরাম। (বাহারে শরীয়ত,

২য় অংশ, ১/৩২৬) ❀ যখনই কোরআনে করীম স্পর্শ করা বা এর তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তবে খুবই আদব ও সম্মানের সহিত চুম্বন করুন এবং বুকের সাথে লাগিয়ে বরকত অর্জন করুন, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিদিন সকালে কোরআনে করীমকে চুম্বন করতেন এবং বলতেন: এটি আমার **রব তায়ালা**র সন্ধি এবয় **তাঁর** কিতাব। (রুদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩৪ পৃষ্ঠা) ❀ মুস্তাহাব হচ্ছে যে, ওযু সহকারে, কিবলামূখী হয়ে, উত্তম কাপড় পরিধান করে তিলাওয়াত করুন। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/৫৫০) ❀ কোরআনের তিলাওয়াতের জন্য মিসওয়াক ইত্যাদির মাধ্যমে ভালভাবে মুখ পরিস্কার করুন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: নিশ্চয় তোমাদের মুখ কোরআনে করীমের জন্য রাস্তা স্বরূপ (অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যম) তা মিসওয়াকের মাধ্যমে পবিত্র করে নাও। ❀ তিলাওয়াত শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সূরার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নাত, অন্যথায় মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ৩/৫৫০) ❀ শুয়ে কোরআন পাঠ করাতে সমস্য নাই তবে পা কুড়িয়ে নিন এবং মুখ খোলা রাখুন, এভাবে চলতে এবং কাজ করাবস্থায়ও তিলাওয়াত করা জায়িয, যদি মন সায় দেয়, নতুবা মাকরূহ। (সীরাতুল জিনান, ১/২৮) ❀ গোসলখানায় এবং অপবিত্র স্থানে কোরআন পাঠ করা না-জায়িয। (গুনিয়াতুল মুসতামিলি, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) ❀ কোরআনে করীমের আদবের মধ্যে এটাও যে, এর দিকে যেন পিঠ না দেয়া, পা প্রসারিত না করা, পা কোরআন শরীফ থেকে উপরে না তোলা, নিজে উঁচু স্থানে কোরআন শরীফ নিচু স্থানে এরকমও রাখবেন না। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১৬/৪৯৬) ❀ পবিত্র কুরআনকে জুযদান ও গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখাই আদব। ❀ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین এর যুগ থেকেই এতে মুসলমানরা আমল করছে। ❀ কেউ কেবল কল্যাণ ও বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরে পবিত্র কোরআন রেখেছে এবং তিলাওয়াত করে না, তবে গুনাহ হবে না বরং তার এই নিয়্যতের জন্য সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১৬/৪৯৫) ❀ সম্ভব হলে প্রতিদিন এর যিয়ারত করে বরকত অর্জন করুন, কেননা এর যিয়ারতও ইবাদত। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইবাদতের যে অংশটি তোমাদের চোখের জন্য রয়েছে, তা চোখকে

দাও। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: চোখের ইবাদতের মধ্যে কোন অংশটি রয়েছে? ইরশাদ করলেন: কোরআনে করীমের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, এতে চিন্তা ভাবনা করা এবং এর আশ্চার্য জনক রহস্যাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহন করা।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'যিমিল কোরআন, ২/৪০৭, হাদীস নং-২২২২)

মে আদবে কোরআন কা হার হাল মে করতা রাহোঁ, হার গড়ী এ্যয় মেরে মওলা তুঝ সে মে ডরতা রাহোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল দূর্ভাগ্যজনক ভাবে দ্বীনি কিতাব এবং সম্মানিত লেখনীর আদবের প্রেরণা কমে যাচ্ছে, উদাহরণ স্বরূপ অনেক ঘরে, অফিসে হকাররা প্রতিদিন পত্রিকা দিয়ে যায় এবং তাদের দেয়া পদ্ধতি হলো যে, হয়তো তারা দরজার নিচে দিয়ে ভেতরের দিকে ছুড়ে দেয় অথবা দরজার উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়, সেই অজ্ঞের এতটুকু জ্ঞান নেই যে, সামান্য ক'টি টাকার জন্য প্রতিদিন কত বড় বে-আদবী যে করছে, কেননা পত্রিকায় কোরআনের আয়াত, হাদীসে মুবারাকা, বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণী সমূহ এবং অনেক স্থানে **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম লেখা থাকে, আহ! যদি এই হকারদের নিকটও **"সম্মানিত লেখনীর আদব"** সম্বলিত নেকীর দাওয়াত পৌঁছে যেতো। এভাবে বিদ্যুৎ বিল প্রদানকারী সম্ভবত এভাবেই বিল (Bill) ছুড়ে দিয়ে থাকে। কারো বিলের উপর নাম আব্দুল কাইয়ুম লেখা থাকে, কারো নাম মুহাম্মদ বিলাল ইত্যাদি, অনেক কোম্পানি তাদের কোন জিনিষের (Item) প্রসিদ্ধির জন্য এভাবেই সেই জিনিষের পরিচিতি উপস্থাপন করে, আর জানিনা এরই মাঝে কেমন কেমন বে-আদবী হয়ে যায়।

এরূপ বে-আদবী থেকে নিজেও বাঁচুন এবং অন্যকেও বাঁচানোর জন্য বাড়ির প্রধান ফটকে কাঠের বা লোহার বক্স (Box) বানিয়ে লাগিয়ে দিন এবং এতে লিখে দিন যে, **"খবরের কাগজ ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি এই বক্সে রাখুন"** এভাবে হকার এবং বিল প্রদানকারীরা সম্মানিত লেখনীর বে-আদবী থেকে বাঁচতে পারে আর আপনারও নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব অর্জিত হবে।

ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং আদবের দৌলত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার সম্ভবত এটাই কারণ যে, আমরা নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করা এবং

বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদাঙ্ক অনুসরন করা ছেড়ে দিয়েছি, আজও যদি আমরা উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি এবং আমাদের বুযুর্গদের আচরণ ও বাণীকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তবে নিঃসন্দেহে আবারো একবার আমাদের সমাজ দ্বীনের আদবের সমৃদ্ধশালী নীড়ে পরিনত হতে পারে। **আল্লাহ**ওয়ালাদের নিকট আদব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়, আসুন! এসম্পর্কে প্রথমে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আচার শৈলী সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং এর পর বুযুর্গদের বাণীও শ্রবণ করবো:

কিতাবের আদব

যমযম নগর (হায়দারাবাদ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণণা হলো যে, ৪ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২৭ হিজরী অনুযায়ী ১লা অক্টোবর ২০০৬ ইংরেজী বুধবার ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দৃষ্টি একটি দ্বীনি কিতাবের উপর পড়লো, যাতে কেউ লেখা মুছনীয় কলম রেখেছিলো, তিনি অগ্রসর হয়ে কিতাবের উপর থেকে কলমটি সরিয়ে এভাবে বলেন: দ্বীনি কিতাবের উপর কোন কিছু রাখা আদবের বিপরীত, এর প্রতি লক্ষ্য রাখা সৌভাগ্যের বিষয়, নয়তো যারা এর প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে এর অসাবধানতা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর বলেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্বের কথা, প্রায় ২৭বছর পূর্বে আমি এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করার জন্য গেলাম, আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি হাতে নেয়া হাদীসে মুবারাকার প্রসিদ্ধ একটি কিতাব মিশকাত শরীফকে এভাবে উপর থেকে টেবিলের উপর রাখলেন যে, রীতিমতো "আওয়াজ" সৃষ্টি হলো, আমি এই ব্যাপারে এরতাই কষ্ট পেলাম যে, আজ অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন সেই ঘটনা মনে পড়ে তখন সেই "আওয়াজে"র কষ্ট অনুভূত হয়। (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪র্থ পর্ব, ৩৪ পৃষ্ঠা) এমনিভাবে এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে যে, ১৪২০ হিজরীতে আমি **চল মদীনা** অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে হজ্জ করা সৌভাগ্য অর্জন করলাম, একদিন মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا যেখানের আমাদের অবস্থান ছিলো, ইশরাক ও চাশতের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হঠাৎ উঠলেন এবং সামনে রাখা দ্বীনি কিতাব যার সাথেই রাখা চাদরের

কোণা মুছড়ে ছিলো তা সরালেন এবং কিতাব উঠিয়ে চোখে লাগালেন, মাথায় রাখলেন এবং চুমু দিয়ে আদব সহকারে সেখানেই রেখে দিলেন। কাফেলার সদস্যরা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আদব ও আমলী উৎসাহের এই মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে খুবই প্রভাবিত হলো এবং নিয়্যত করলো ভবিষ্যতে আমরাও দ্বীনি কিতাবের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবো। (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪র্থ পর্ব, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "চৌক দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেতে এবং নিজেকে ফরয ও ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এর নিয়মানুবর্তীতা আর আদব ও সম্মানের অনুসারী বরানাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২ মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। ১২ মাদানী কাজের প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"চৌক দরস"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ চৌক দরস মুসলমানদের মন্দকাজ থেকে বাঁচানো, বে-নামাযীদের নামাযী বানানো, মসজিদ থেকে দূরে থাকা ব্যক্তিদেরকে মসজিদে উপস্থিতির সৌভাগ্য দেয়া, নেকীর কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করা, নামাযের নিয়মানুবর্তিতার মানসিকতা তৈরী করার পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের অসংখ্য বিষয় শিখা ও শেখানোর উপায় এবং মানুষকে ইলমে দ্বীনের বিষয় পৌঁছানো, প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ।

ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত ইসলামী বিষয় পৌঁছায়, যেন এর দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা যায় বা তা দ্বারা বদ-মাযহাবি দূর করা যায়, তবে সে জান্নাতী।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৪৫, হাদীস নং-১৪৪৬৬) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাজের বরকতে অসংখ্য লোক গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে যায়, আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

চৌক দরস এর বরকতে সুধরে গেলো

বাবুল মদীনা করাচীর লাইনজ এরিয়ার এক ইসলামী ভাই কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন, আমি আমার ঘরের ছাদে দন্ডায়মান ছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি গলিতে দন্ডায়মান পাগড়ীধারী এক ইসলামী ভাইয়ের উপর পড়ল। যিনি একাকী চৌরাস্তায় দরস দিচ্ছিলেন। একজন ইসলামী ভাইও তার দরস শোনার জন্য আসেননি। আমি তো এমনিতেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনেক দূরে ছিলাম। কোন সবুজ পাগড়ীধারী লোক দেখলে পালিয়ে যেতাম কিন্তু জানিনা, তাকে একাকী দরস দিতে দেখে কেন আমার মন বিগলিত হয়ে গেল, মনে মনে ভাবলাম, যখন বেচারার দরসে কেউ আসলনা, আমিই যাই। অতঃপর আমি চৌক দরসে অংশগ্রহণ করলাম। চৌক দরসে আমার অংশগ্রহন করাটাই আমার সংশোধনের মাধ্যম হয়ে গেল এবং আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এ বর্ণনাকালীন সময়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আমার এলাকা পর্যায়ের মাদানী ইনআমাতের একজন যিম্মাদার। এমন এক সময় ছিল যখন আমি সবুজ পাগড়ীধারীদের দেখলে পালিয়ে যেতাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজ আমার নিজের মাথায় সবুজ পাগড়ী শোভা পাচ্ছে।

তুমহেঁ লুতফ আ'জায়ে গা জিন্দেগী কা, করী'ব আ'কে দেখো যরা মাদানী মাহোল।
নবী কি মুহাববত মে রোনে কা আন্দায, চলে আ'ও সিখায়ে গা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল দূর্ভাগ্যজনক ভাবে যেমনি মনোনীত ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত বস্তু এবং বরকতময় স্থানের আদব ও সম্মানের প্রতি আমাদের মনোযোগ কমে গেছে, তেমনি মসজিদের আদব ও পবিত্রতাও অনেকাংশে কমে গেছে, অথচ মসজিদের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, মসজিদ হলো **আল্লাহ তায়ালার** দরবার, সুতরাং মসজিদের আদব ও সম্মান দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহর দরবার থেকেও বেশী হওয়া উচিৎ, কিন্তু দূর্ভাগ্য জনকভাবে আজকাল মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে,

আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং আখিরাতের চিন্তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মসজিদে বসে নির্ভয়ে এবং নিরাবতা ভেঙ্গে না শুধু দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা হয় বরং জানা অজানায় এমন অনেক কাজ করা হয়, যা মসজিদের আদবের পরিপন্থি, অথচ মসজিদের আদবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং যিকির দরূদ ইত্যাদি কাজ না করে এর অসম্মান করা বা এতে বসে দুনিয়াবী কথা বলা, দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসই ধ্বংস, **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি এবং **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা হবে

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া**র ১৬তম খন্ডে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন: বর্ণনায় এসেছে যে, একটি মসজিদ আপন **রব তায়ালা**র নিকট অভিযোগ করতে গেলো যে, লোকেরা আমার মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে তাকে, ফিরিশতারা আসার সময় তার সাথে সাক্ষাত হয় এবং বলে: আমাদেরকে তাদের ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১২)

এমনিভাবে **নবীদের সুলতান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের মধ্যে একটি যুগ এরূপ আসবে যে, মসজিদের মধ্যে মানুষের কথাবার্তা নিজেদের দুনিয়াবী অবস্থাদির ব্যাপারে হবে, তোমরা এরূপ ব্যক্তিদের সহচর্যে বসো না, কেননা এরূপ লোকেদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**র কোন প্রয়োজন নেই। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবুস সালাওয়াত, ৩/৮৬, হাদীস নং-২৯৬২)** প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রতি দয়া করবেন না, নয়তো **রব তায়ালা**র কোন বান্দারই প্রয়োজন নেই, **তিনি** প্রয়োজন থেকে পবিত্র। **(মীরাতুল মানাজিহ, ১/৪৫৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, মসজিদে দুনিয়াবী কথবার্তা বলা ব্যক্তিরা কিরূপ দূর্ভাগা হয়ে থাকে যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যদেরকে তাদের বন্ধু ও সহচর্য অবলম্বন করার প্রতি নিষেধ করে দিয়েছেন। এই কারণেই যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিজেও মসজিদের

আদবের প্রতি অনেক বেশী লক্ষ্য রাখতেন এবং অন্যদেরও এব্যাপারে মাদানী প্রশিক্ষণ দিতেন। যেমনটি

মসজিদের উচ্চ আওয়াজকারীদের মাদানী প্রশিক্ষণ

একবার হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদের আদব সম্পর্কে দু'ব্যক্তিকে মাদানী প্রশিক্ষন দিয়েছেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সায়েব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, আমি মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কেউ আমাকে পাথর কণা (Small stone) নিক্ষেপ করলো, আমি দেখলাম যে, তিনি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন। তিনি (উচ্চ আওয়াজে কথা বলা দু'জন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে) আমাকে বললেন যে, যাও! এবং ঐ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি সেই দু'জনকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলাম। আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কোথাকার অধিবাসী? তারা আরয করলো: আমরা তায়েফের অধিবাসী। আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তোমরা উভয়ই মদীনার অধিবাসী হতে তবে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। তোমরা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মসজিদে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছিলে। **(বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১/১৭৮, হাদীস নং-৪৭০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের আলো বলেন: তারা দুনিয়াবী কথাবার্তা উচ্চ আওয়াজে করছিলো, নয়তো মসজিদে দরস, শিক্ষা দেয়া, **আল্লাহ তায়ালার** যিকির (এবং) নাত শরীফ ইত্যাদি উচ্চ আওয়াজে করতে পারবে, যদি নামাযীর কষ্ট না হয়।

(মীরাতুল মানাজিহ, ১/৪৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যে, আমরাও শুধু মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে নয় বরং সেই সব কাজ থেকেও বিরত থাকবো যা মসজিদের আদবের পরিপন্থি হয়, মনে রাখবেন! মসজিদের ভেতর দৌড়ানো, জোড়ে জোড়ে চিৎকার করা, কাঁশি দেয়া বা ঢেকুর দেয়া, বিনা কারণে হাই তোলা এবং এর আওয়াজ উচ্চ করা তাছাড়া ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়াই খাওয়া বা পান করা বা ঘুমানো ইত্যাদি দ্বারাও মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয় বরং এর মধ্যে অনেক কাজ না-জায়িয ও হারামও।

আসুন! মসজিদের আদব ও সম্মানের প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আলা হযরত"** থেকে মসজিদের কয়েকটি আদব শ্রবণ করি।

মসজিদের কয়েকটি আদব

১. অনেক মসজিদে নিয়ম রয়েছে যে, রমযানুল মুবারকে লোকেরা নামাযীদের জন্য ইফতারী পাঠায়। তা ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়া সেখানেই তা নির্বিঘ্নে খাওয়া হয় এবং মেঝে ময়লা করা হয়, তা না-জায়িয।

২. ওযু করার পর ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে এক ফোঁটা পানির ছিটাও যেন মসজিদের মেঝেতে না পরে।

৩. মসজিদে যদি হাঁচি আসে তবে চেষ্টা করুন যে, আওয়াজ যেন ধীরে বের হয়, এমনিভাবে কাশিও। (হাদীসে পাকে রয়েছে) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُطْسَةُ الشَّدِيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ (অর্থাৎ) **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে জোড়ে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। **(শুয়াবুল ঈমান,৭/৩২, হাদীস নং-৯৩৫৬)**

৩. মসজিদে দুনিয়াবী কোন কথা বলবে না। হ্যাঁ! যদি কোন দ্বীনি কথা কাউকে বলতে হয় তবে নিকটে গিয়ে নিম্নস্বরে বলা উচিৎ, এমন নয় যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাড়িয়ে আছে, পথচারি রাস্তায় দাড়িয়ে আছে, আর চিৎকার করে কথা বলছে অথবা কেউ বাহির থেকে ডাকছে আর সে এর উত্তর উচ্চ আওয়াজে দিচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত কাগজের টুকরোর সংরক্ষন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আদবের শুধু শিক্ষা দেয়া হয় না বরং এর জন্য আমলিভাবে চেষ্টাও করা হয়, যার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করতে পারেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে সুন্নাতের খেদমতে প্রায় ১০৪টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, তেমনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এর একটি আলাদা বিভাগ **"সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশ"**ও রয়েছে। এই মজলিশের মূল

উদ্দেশ্য হলো সম্মানিত কাগজের টুকরোগুলো সংরক্ষণ করা এবং মানুষদের এর অবজ্ঞা ও বে-আদবী থেকে বাঁচানো। এই মহান প্রেরণার অধীনের সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশের ইসলামী ভাইয়েরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্তদের (যেমন ওলামা, ইমাম, মসজিদ কমিটি, ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি) সহযোগীতায় বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষনের জন্য বক্স বা বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং মজলিশের পক্ষ থেকে দেয়া শরয়ী ও সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী সম্মানিত কাগজের টুকরোগুলো দাফন, ঠান্ডা বা সংরক্ষনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই মজলিশের অধীনে দেশে প্রায় ১৫০টিরও বেশী শহর ও মফস্বলে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) বক্স লাগানো হয়েছে এবং এই পর্যন্ত সম্মানিত কাগজের টুকরো প্রায় ২লক্ষ এরও বেশী থলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবুঁ সে, অওর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বে আদবী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, ❀ যারা আদবের উপযুক্ত বস্তু এবং ব্যক্তিত্বদের আদব ও সম্মান করে, তাদের নসীব ভাল হয়। ❀ এবং তারা আদবের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য পেয়ে সফল হয়ে যায়। ❀ আদবের কারণে অনেক সময় বে-দ্বীনদেরও ঈমানের সম্পদ নসীব হয়ে যায়, যেমনটি যাদুকররা হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সমান্যতম আদব করার কারণে তাদের ঈমানের সম্পদ নসীব হলো। ❀ আদবের কারণেই কখনো গুনাহগারের তাওবা এবং নেকীর তৌফিক অর্জিত হয়। ❀ আবার কখনো বেলায়াতের মর্যাদা নসীব হয়ে যায়, আমাদের বুযুগানে দ্বীনরা **আল্লাহ তায়ালা**র নামের, **আল্লাহ**ওয়ালাদের, মসজিদের এবং কোরআনের প্রতি নিজেরাও অনেক আদব করতেন এবং অন্যদেরও এব্যাপারে মাদানী প্রশিক্ষণ দিতেন। **আল্লাহ তাআলা** এই বুযুর্গদের আচার শৈলীর এবং তাঁদের শিক্ষার সদকা আমাদেরও দান করুন এবং আমাদেরও আদব সম্পন্ন সৌভাগ্যবান বানান। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনা দার হে, ব্যস ওহী তু জাহাঁ মে সমঝদার হে।

আংটির মাদানী ফুল

আসুন! আংটি পড়ার মাদানী ফুল শ্রবণ করি। ❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস: ৫৮৬৩) ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরিয়ত, ৩/৪২৮। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) ❁ পুরুষদের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো পুরুষের আংটির ন্যায় অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রূপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৭) ❁ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৬৬৯-৬৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**